দৈনিক খবর

তারিখ ...২৪।৮।৮৮
পৃষ্ঠা...৫......কলাম...২...

02

দৈনিক খবর

ঢাকা রোববার, ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৯৫ বাংলা

সার্ক মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব

পররাষ্ট্র মন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী আঞ্চলিক সহযোগিতার চেতনাকে আরও ব্যাপ্ত করার লক্ষ্যে একটি 'সার্ক মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পেশ করেছেন। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুতে সার্ক মন্ত্রী পরিষদের পঞ্চম অধিবেশনের উদ্বোধনী দিনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সাধারণ বিবৃতি প্রদানকালে এই প্রস্তাবের কথা উত্থাপন করেন। জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণ এশীয় জনগণের মৈত্রীর প্রকৃত প্রতীক হিসেবে গণ্য হবে। এটা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির প্রতিষ্ঠান যা ধ্যান-ধারণায় দক্ষিণ এশিয়ার একটি প্রকৃত পরিমণ্ডল সৃষ্টি করবে।

সবাই জানেন, দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত 'সার্ক' একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। অপ্রিয় হলেও সত্য সমৃদ্ধি অর্জনের মত যথেষ্ট সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সার্কভুক্ত ৭টি দেশ আশানুরূপ উন্নতি সাধনে ব্যর্থ হয়েছে। এই ৭টি দেশেরই অর্থনৈতিক হালফিল যে এক রকম তা নয়। দু'একটি দেশের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম থাকলেও থাকতে পারে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য সার্কভুক্ত কোন দেশই দারিদ্র্যের উর্ধ্বে নয়। এক কথায় দারিদ্র্যই এই দেশগুলোর প্রধানতম শত্রু। একক প্রচেষ্টায় দারিদ্র্যকে পরাভূত করে সমৃদ্ধি আনয়ন কষ্টসাধ্য বলেই আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রশ্নটি দিন দিন গুরুত্ব লাভ করছে। তাই বিশ্বের এখানে ওখানে গড়ে উঠেছে একাধিক আঞ্চলিক সংস্থা যা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সমস্যা সমাধানে সদা তৎপর। এই তৎপরতার সুফল সকল ক্ষেত্রে সমান না হলেও সুফলের ভাগ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলো কিছু কিছু পাচ্ছে এ কথা অনস্বীকার্য।

আঞ্চলিক সহযোগিতার ইতিবাচক দিকটি বিবেচনা করেই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার 'আইডিয়া' সর্বপ্রথম বাংলাদেশের পক্ষ থেকেই দেয়া হয়, যার ফলশ্রুতি হচ্ছে আজকের এই 'সার্ক'। সন্দেহ নেই, 'সার্ক' গঠনের পর বিগত তিন বছর সময়কালে এই সংস্থা পারস্পরিক আলোচনা, চিন্তা ও মত বিনিময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ফোরাম' বা 'প্ল্যাটফর্ম' হিসেবে গড়ে উঠেছে। আর কিছু না হোক, দক্ষিণ এশিয়ার শত কোটি মানুষের কল্যাণের জন্য একত্রে কি করা যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগটুকু যে 'সার্ক' গঠনের সুবাদে আমরা পেয়েছি এটার গুরুত্বও কম নয়।

'সার্ক'-এর মাধ্যমে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করে কিভাবে এতদঞ্চলের শত কোটি মানুষের কল্যাণ সাধন করা যায় এটাই এখন প্রকৃত প্রস্তাবে বিচার করে দেখার বিষয়। নতুবা বছর বছর সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের কোন তাৎপর্যই হয়তো একদিন থাকবে না। 'সার্ক' গঠনের উদ্দেশ্যও সেমতাবস্থায় অসার প্রতিপন্ন হবে। বিগত তিন বছরে সহযোগিতার ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি হয়নি এমন নয়। বিভিন্নমুখী সমস্যার প্রশ্নে কথাবার্তা বা আলোচনা হয়েছে। সিদ্ধান্তও কিছু কিছু হয়েছে। কাজের অগ্রগতি বিচার করে দেখার সময় এখনও আসেনি। কারণ, 'সার্ক' এখনও অনেকটা সংগঠনের পর্যায়ে রয়েছে বলা যায়। বস্তুতঃ এই সংস্থাটিকে সফল ভূমিকায় দেখতে হলে এখনই লক্ষ্য স্থির করতে হবে। কি কি পদক্ষেপ নিলে স্বল্প সময়ের মধ্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলো লাভবান হতে পারে তা স্থির করার এটাই উপযুক্ত সময়। আমরা মনে করি শিক্ষার বিষয়টিকে সংশ্লিষ্ট সকল দেশের স্বার্থে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া উচিত। কেননা শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতাই যে সার্কভুক্ত দেশগুলোর পশ্চাদপদতার প্রধান কারণ সেই বিষয়ে সন্দেহ থাকার কোন অবকাশ নেই। সমৃদ্ধির জন্যে জনসম্পদ একটি প্রধান সহায়ক শক্তি। এই জনসম্পদের সদ্ব্যবহার করে সার্কভুক্ত দেশগুলো লাভবান হতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ না এতদঞ্চলের শত কোটি মানুষকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করা যাবে ততক্ষণ জনসম্পদের সদ্ব্যবহার কিছুতেই সম্ভব নয়। শিক্ষার প্রসার ও এর মান রক্ষায় তাই 'সার্ক' সহযোগিতার দ্বারকে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করতে পারে। যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমে এ ধরনের যে কোন উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট সকল দেশের জন্যেই কল্যাণ বয়ে আনতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাই সার্ক মন্ত্রী পরিষদের উক্ত বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে 'সার্ক মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে তা খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলেই আমাদের অভিমত। এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে শুধু মৈত্রীর বন্ধনই যে দৃঢ় হবে তা নয়, সহযোগিতার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার এই সুযোগ এতদঞ্চলের মানুষের মেধার বিকাশ ও শিক্ষার মানোন্নয়নেও যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।